ভ্রমরের গুঞ্জন দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

কত জন চোখের জল মুছে কাজ করলেন তা প্রকাশ করা হলে শিল্পের অবমাননা হবে। শিল্পী তো তিনি যার চোখের জলে ভিজে গেল তার দিন রাত। ধন্যবাদ বন্ধু এবং বন্ধুরা।

প্রচ্ছদ --- সঙকর্ষন মজুমদার

পিডিএফ নির্মাণ --- নন্দিতা সাহা।

শাশ্বতী মজুমদার | পঞ্চম শ্রেণী

সম্পাদকের কথা

****

পূজো চলে এলো। স্মৃতি জাগে এসময়, জাগে আপনজন দের দেখার তাগিদ। কিন্তু অনেক হারিয়ে আজ বুঝি কেবল নিজের সঙ্গে একা হাঁটি। তবু মঞ্চের আলো, হাততালির শব্দ আনমনা করে দেয়। ভ্রমর থেমে থাকে না। শ্রমিক তো।জমায় মধু তার ছোট্ট মৌচাকে।সবার আনন্দ আসুক পূজোয়।কেউ যেন না কাঁদে। তবেই সার্থক হবে সাধনা।ভালো হোক পৃথিবীর সমস্ত যন্ত্রণা কাতর মনের।

****পাপড়ি দেব।****

হাট

****

বিকিকিনির হাট বসেছে
বন্ধুরা সব তাই জুটেছে
নদীর পাড়ে বালুর চরে
সকাল সকাল এসে –
বান্ধবীরা বেশ সেজেছে
স্নো পাউডার ক্রীম মেখেছে
কাজল দিয়ে আঁকা চোখে
স্বপ্ন থাকে ভেসে।

বালুর চরে হাটের শোভা
ভীষণ রকম মনোলোভা
রূপালী বালি পায়ের নীচে
উপরে আসমানি –
রঙ বেরঙের সামিয়ানা
দোকানীর গা'য় রঙিন জামা
রঙিন পসার বেচছে তারা
সবকিছু খুব দামি।

এই হাটেতে বিকোয় কেবল
ছেলেবেলা আর স্মৃতি সকল
দেখে শুনে কিনতে পার
উচিৎ মূল্য দিয়ে –
কিন্তু হাটের সর্ত কড়া
কেনার পরে যায়না ফেরা
চড়তে হবে ঘাটে বাঁধা
ভেলার পরে গিয়ে।

আরো মজা এই হাটেতে
সূয্যি যখন যায় পাটেতে
সন্ধ্যা পিদিম জ্বালায় বধু

তুলসী তলায় এসে –
গুটিয়ে পসার হাটুরেরা সব
স্তব্ধ করে সব কলরব
ভেলায় চেপে নদীর বুকে
যায় অজানায় ভেসে।

অনেক খুঁজে পেলাম আমি
নদীর পাড়ের এই হাট খানি
কিনতে যাব সবাই মিলে
মোদের ছোট্টবেলা –
বিকিকিনি সাঙ্গ হলে
আমরা সবাই সদলবলে
ভেলায় চেপেই করব শুরু
ছেলেবেলার খেলা।

****মানবেন্দ্র মজুমদার ****

ঐশিক রায়

শিশু সম্পামনি ও মহিষ

লেখক : জাহাঙ্গীর হোসেন

****

:

কিশোর বয়স থেকেই মহিষের সাথে খুব পরিচিত ছিলাম আমি। আমাদের গ্রামঅণ কৃষি পরিবারেই কমপক্ষে দেড়শো মহিষ ছিল, যারা আমাদের গাঁ থেকে বেশ দূরে মানুষ বসতিহীন ঘাসচরে বাস করতো। অনেকবার গিয়েছি আমি এসব মহিষের সান্যিধ্যে মহিষ বাঁথানে। কখনো ভালবাসা ছাড়া কোন হিংসা দেখিনি আমি এসব মহিষের চোখে। বরং কিশোর বয়সে অনেকবার মহিষের পিঠে চরে ঘুরে বেড়াতাম আমি জলাভূমিতে কিংবা হোগলা পাতার বনে। কখনো বা সাঁতরে পার হতাম নদী, মহিষের পিঠে বসেই। দেখতে অনেকটা ভয়ঙ্কর হলেও মহিষরা সাধারণত শান্ত হয়।

:

কিন্তু আকস্মিক আজকের মহিষের আচরণে খুবই ভীত এবং বিস্মিত হই আমি। কখনো কোন মহিষকে এমন ভয়ঙ্কর আচরণ করতে দেখিনি আমি কৈশোর থেকে অদ্যাবধি। আকস্মিক পুরুষ এ মহিষটি রুদ্র রূপ ধারণ করে নদী সাঁতরে গাঁয়ের কাচা সড়ক ধরে দৌঁড়োতে দৌঁড়োতে একদম বাজারের কাছে চলে আসে। যেখানে সাঁকো পাড় হবে বলে ৪/৫-জন ছাত্রীর একটা গ্রুপ অপেক্ষা করছিল। মহিষটি তীব্র রোষে গ্রুপের সবাইকে তার

বিশালকার বাঁকানো শিং দিয়ে গুঁতোতে থাকে এবং ২য় শ্রেণির সম্পামনিকে দুই শিংয়ে উঠিয়ে সজোরে দূরে নিক্ষেপ করে। অন্য সব শিশুরা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মরক্ষা করলে, মহিষটি আবার মারাত্মক আহত সম্পাকে পা দিয়ে দলিত করতে থাকে, যতক্ষণ না সম্পা নামক ছোট্ট শিশুটি নিষ্প্রাণ হয়। মহিষটিকে ধরতে যে তিনজন 'মহিষ রাখাল' পিছু পিছু ছুটে আসছিল, তারা কাছে এলে মহিষ তাদের ৩-জনকেও তাড়া করে চোখ পাকিয়ে। ভয়ে ৩-রাখাল কাছের মসজিদে ঢুকে দরজা বন্ধ করলে, মহিষ ২/৩ বার মসজিদের দরজা ভাঙার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অন্য দিকে দৌঁড়ে চলে যায়।

:

নদীর তীরে অবস্থানকালে এমন ঘটনা শুনে দৌঁড়ে আসি ঘটনাস্থলে আমি অন্য মানুষজনের সাথে। তখন সম্পার রক্তাক্ত দেহের চারদিকে স্কুলের শ'চারেক শিক্ষার্থীসহ গাঁয়ের মানুষ ভেঙে পড়েছে। সম্পার মা পাশেই মুর্ছা অবস্থায় চেতনাহীন মাটিতে তার ছোট্ট মেয়ের লাশের পাশে। বাবা দূরে বিধায় এখনো হয়তো সংবাদ পায়নি তার ৭-বছরের ফুটফুটে কন্যার আকস্মিক এমন মৃত্যুর। ছোট্ট সম্পার তুলতুলে শরীরে তখনো চোখের কোন বেয়ে ঝরছে জমাট রক্ত। ঘটনাস্থলে খবর আসে, খ্যাপা মহিষ ঘুরে আবার নদীর তীর ঘেষে এদিকেই আসছে। মুহূর্তে যে যেদিকে পারে, দৌঁড়ুতে থাকে নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাতে।

:

৩-দক্ষ রাখালকে অনুরোধ করি - "এ মহিষকে যে কোনভাবে আটকাতে! না হলে সম্পার মত কাকে না আবার হত্যা করে"। ঐ রাখালসহ ১০-সাহসি যুবক বড় জাল টানার শক্ত কাছির মালা বানিয়ে, তা বাঁশের সাথে আটকে নদীর তীরে যায় মহিষ কাবু করতে। ঐ ১০-জনের সাথে আরো শ'খানেক মানুষ বাঁশের লাঠি, আর বল্লম নিয়ে এগিয়ে যায় মহিষ শিকারে। মৃত সংবাদ শুনে সম্পার বাড়ির সব পুরুষরা বড় রামদা, বল্লম, টেটা, শরকি নিয়ে আক্রমণ করে নদীর তীরে দাঁড়ানো ক্লান্ত খ্যাপা বুনো মহিষকে। সাহসী এক জেলে বড় দায়ের এক কোপে মহিষের এক পা কেটে দিলে, আবার চোখ পাকিয়ে হৃদ কাঁপানো হুঙ্কার তোলে মহিষ। এবার অন্য এক সাহসী যুবক এক মুহূর্তে তার শিংয়ের ভেতর দঁড়ি পরিয়ে দেয়। দঁড়ি ধরে সহজেই উল্টে ফেলে রুদ্র বুনো মহিষকে। কাল বিলম্ব না করে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব মানুষ একটা রোষাক্রান্ত মহিষের ওপর। বল্লম, দা, টেটা, বাঁশের লাঠির আক্রমণে মহিষের চোখ বের হয়ে আসে লাল রক্তসহ। সম্পার বাড়ির চাচা সম্পর্কিত একজন ক্রোধে মহিষের গলার ওপর তীব্র ক্ষোভে দাঁড়ালে, জিভ বের হয়ে আসে গোংরাণিসহ মহিষের। ঠিক এই সময় কালবিলম্ব না করে মসজিদের ইমাম দৌঁড়ে এসে মহিষের গলায় ছুরি চালিয়ে বলে - "আল্লাহু আকবর"। ইতোমধ্যে কাবু মহিষের শেষ মৃত্যুদৃশ্য দেখতে আশা হাজারো নারী-পুরুষ সমবেত ধ্বনি তোলে - 'আল্লাহু আকবর'।

:

কাছে দাঁড়ানো মহিষ রাখাল 'কালাম মিয়া'কে ডেকে জানতে চাই - "এ উন্মাদ মহিষ কার? আর চর থেকে গাঁয়ে এলো কিভাবে"? কালাম ভয় পেয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো - "স্যার এ মইষটা খুব ভাল ছিল বাথানের মধ্যে। কিন্তু ২-দিন আগে বাথানের অন্য একটা মাদি মহিষকে দুধ কম হওনের কারণে বেইচা দিছে মালিকে। ঐ মইশ বাথান থাইকা যাওয়ার পর থাইকাই পাগল হইছে এই মইশটা। পেরথম দিন ঘাস পাতা কিছু খায় নাই। কেবল ডাক দিচ্ছে চারদিকে চাইয়া চাইয়া। কিন্তু আজ ভোর থাইক্কা দঁড়ি ছিঁড়া, নদী সাঁতরাইয়া এই গ্রামে চইলা আইছে। আমরা দেইখা ধরার জন্যে লগে লগে আইছি। কিন্তুক ধরতে পারি নাই। এহন দ্যাহেন কি কান্ড কি করছে"!

:

শিশু সম্পার মৃত্যুদেহ দেখে যেমন মনটা খারাপ হয়েছিল আমার। এ মহিষের ভয়াবহ মৃত্যুদৃশ্যে বুকটা চিনচিন করে ওঠে আমার আবারো এক অব্যক্ত ব্যথায়। সাথী হারাণোর খ্যাপা কান্নায় এক বুনো মহিষের যমদূতের হৃদয়হীনতায় জীবনের তল খুঁজে পাইনা আমি কোন নিকেশেই। ক্ষোভে জেদে উপস্থিত সব মহিষ-শিকারিরা দাঁ-কুড়োল এনে ঘন্টাখানেকের মধ্যে ভাগ-বোটোয়ারা করে ফলে জিঘাংসিত মহিষ দেহকে। যেভাবে পারে কেটে নেয় তার মাংস! তখনো তার মাথাটি কাটা হয়নি। আমি চেয়ে দেখি - "মহিষটির লাল চোখ কখন যেন চকচকে আকাশরঙা ঘন নীলে রূপান্তরিত হয়েছে। সে চেয়ে রয়েছে হাজারো মানুষের মাঝে এক

প্রশান্তির মধ্যে কেবল আমার দিকে! যেমনটি চেয়ে রয়েছিল সকালের সোনা রোদে ছোট্ট সম্পামনি রক্তভেজা চোখে"!

:

হাজারো কণ্ঠস্রোতার করতালিতে দুঃখের এ সম্মিলনে আমি সম্পা আর বুনো মহিষের মাঝে তফাৎ করতে পারিনা একটুও। সম্পাকে দাফনের আগে মৃত্যুর অজান্তে দেখি এক অনুপম জীবনের সুন্দর স্বাক্ষর। অনেকদিন হলো ছোট্ট সম্পামনি আর মহিষ মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছিল আমার গাঁয়ে। অনেক বছর পর আকস্মিক একরাতে স্বপ্নে দেখা দেয় সেই মৃত মহিষ, যার পিঠে আলোকময় চুলে ছোট্ট ঘাসবনে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট্ট সম্পামনি! আর আমি যেন সেই মোষের এক “মহিষ রাখাল”। সম্পাকে পিঠে নিয়ে স্বপ্নমাঝে হারিয়ে যায় সেই মহিষ সবুজাভ ঘাসবনের অতলান্ত দিগন্তে। কিন্তু আজো এক ক্ষীয়মান নক্ষত্রের কান্নায় লালিত বিবেকের দাগে, সম্পা আর সেই মহিষকে ছিন্ন করতে পারিনা আমি একদণ্ডের জন্যেও। এখনো ভালবাসায় স্ববিদ্বেষী নির্বোধের অন্তঃহরা দুঃখরা হাঁটে একাকি আমার সাথে, মৃত সোনাদেহের সম্পামনি আর চোখের কোনে জমাট রক্তের মৃত মহিষ হয়ে!

সার্থক দাস । তৃতীয় শ্রেণী। পান্ডাপাড়া সারদা শিশু তীর্থ।

ছড়া -- শিশির

****

বৃষ্টি যখন যাচ্ছে থেমে
ছড়িয়ে যাচ্ছে আলো
মায়ের ডাকে বুকের ভিতর
কিসের দোলা এলো

এই পৃথিবীর মাটির মায়া
এই তো আমার ঘর
কেউ হেথা নয় আপন কিম্বা
কেউ হেথা নয় পর

বাপের ঘরে ফিরতে মানা
মা ডাকেনি সোনা
ঝি বলে তাই মেয়েকে ডাকে
বোঝা ভেবে গোনা

বোঝা কারা সমাজ সময়
সবার জানা আছে
কিন্তু পূজো আসছে এখন
শিউলি ভরে গাছে।

** **পাপড়ি দেব।**

****বেদ শ্রুতি পাল****

'নামহীন স্বপ্ন'

****

বর্ষপঞ্জির সংখ্যা সময় ঝড়ে

পাল্টাচ্ছে নিয়মিত

রৌদ্রস্নানে আল্পনা এঁকে
দেয়...

শহুরে মানচিত্র,

সভ্যতার অসুখ ধুয়ে গেছে
আদিম জলে,

সুচারু জীবনের সুখ পাবে
আহত প্রজাপতির দল

মাঝপথে উড়ছে বৃষ্টিধোঁয়া

হাওয়ার বাঁশি ঠোঁটে স্পর্শ

রোদের আঁচলও ছুঁয়েছিল
দোলনচাপার সুর

মেঘের পাঁজরে অভিমান

ঘাসজল পিছল কুঁয়োতল

খাঁড়ির জ্যামিতিক ঢাল
শিরনামহীন,

স্বপ্নের ঢেউ জেগে উঠুক...

আশাহত উপত্যকার বুকে

****নীল_অভিজিৎ****

বেদ শ্রুতি পাল

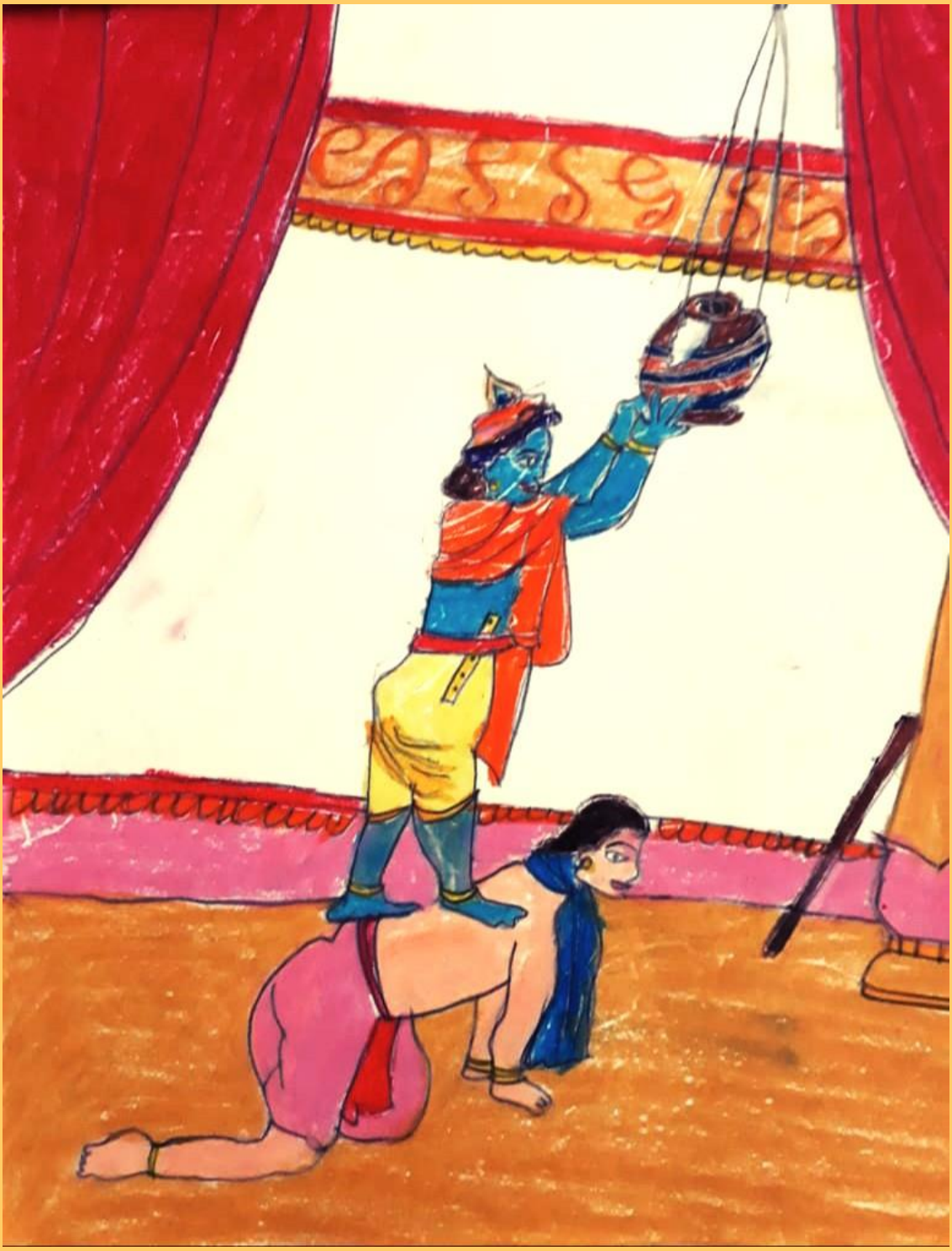

বীর

****

বীরভূমের লাল মাটিতে জন্ম হয় বিশ্বনাথ সিংহর। ছোটোবেলা থেকেই আর পাঁচ জনেরমতো ছিলনা সে। সে যমকেও ভয় করত না।আদর করে সবাই তাকে বিশু বলে ডাকত।সকলের চোখের মণি ছিল সে।

বিশুর বাপ ঠাকুর্দা,সবাই ছিল লাঠিয়াল ।বিশুও কিছু কম যেত না, তার দরুন সাহস,সে কিছুই ভয় পায় না।মাত্র সাত বছর বয়সেই সে তীর ধনুক চালনায় দক্ষ হয়ে উঠেছিল ।দশ বছর বয়সে সে তার বাবার কাছে বংশ পরম্পরায় লাঠিখেলা তরোয়াল চালনায় হাতেখড়ি নেয়।বিশুর যখন পনের বছর তখন তার বাবার মৃত্যু হয় ।মা তখন একাই চাষ বাস করে কোনোরকমে সংসার চালাচ্ছিলেন ।বিশু ভাবল,এরকম ভাবে আর কতদিন চলবে,তাকে কোনো কাজ করতে হবে যাতে সংসারে উপার্জন হয়।তখন সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে লাঠিখেলা দেখিয়ে সামান্য পয়সা উপার্জন করতে লাগল।

মাসখানেক পরে চৌধুরী বাড়ির জমিদার বাবু নতুন লাঠিয়াল রাখার প্রতিযোগিতা ঘোষণা করলেন ।বিশুদের গ্রামে ও ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করা হল।তখন বিশু তার মাকে বলল " মা,বাবা আমাকে লাঠিখেলা, তরোয়াল চালানো শিখিয়েছিলেন যাতে সময় আসলে এই গুন গুলো কোনো কাজে লাগে,এখন সেই সময় এসে গেছে।এই গুন আমি কাজে লাগিয়ে সংসারের

জন্য রোজগার করতে চাই ।তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর যাতে আমি সফল হই ।"

মায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ করে বিশু চৌধুরী বাড়ির জন্য রওনা হল।জমিদার বাবু তার দক্ষতা দেখে খুব খুশি হলেন এবং তাকে জমিদার বাড়ির ঠাকুরদালান এর পাশে অশ্বত্থগাছের তলায় পাহারা দেওয়ার ভার দিলেন ।বিশু কারন জিজ্ঞাসা করায় জমিদারবাবু একটু দূরে সরে এসে নিম্ন স্বরে বললেন " এই গাছের তলায় আমার ঠাকুর্দা তার সব ধন সম্পত্তি,সোনা দানা পুঁতে গিয়েছিলেন ।এই যখের ধন তোমায় রক্ষা করতে হবে ।"

কিন্তু দুর্ভাগ্যের জেরে অন্য একজন লাঠিয়াল সব শুনে ফেলে।সেই লাঠিয়াল ছিল আসলে একটি ডাকাত,সে ছদ্মবেশে এখানে লাঠিয়াল হয়ে এসেছিল ।ডাকাতটি তখন তার ডেরায় গিয়ে ডাকাত সর্দারকে সব খুলে বলল ।পরদিন, সূর্য যখন ডুবি ডুবি,তখন সব ডাকাতরা মিলে জমিদার বাড়িতে ছড়াও হল।চুপিচুপি তারা অশ্বত্থগাছের দিকে এগিয়ে গেল ।হঠাৎ করে তারা বিশুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ।প্রথমে বিশু কিছু ঠাওর করতে পারল না ঠিকই,কিন্তু লাঠি একবার তার হাতের মুঠোয় আসতেই সে একেবারে আট-আটটি ডাকাতকে ধরাশায়ী করল।জমিদার বাবুর চিৎকার শুনে সে ততক্ষণাৎ তারদিকে ছুটে গেল ।তরোয়ালের ঘা তার লেগেছে বটে,তবু সাহস কমেনি।সে দেখল যে ডাকাত সর্দার জমিদার বাবুর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে

আছে।সঙ্গে সঙ্গে সে পাশে পরে থাকা একটা ভারী বর্শা সর্দারকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল।সর্দারের মাথা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল !

একটু ধাতস্থ হতেই তিনি কোতয়ালিতে খবর দিলেন ।কোতয়ালির লোক এসে ডাকাতদলকে ধরে নিয়ে গেল । বিশুর বীরত্ব দেখে জমিদারবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন " বিশু,তোমার বীরত্ব দেখে আজ আমি মুগ্ধ হয়েছি,তোমার যা ইচ্ছা হয় আমায় বল ,আমি তা পূরণ করব।" বিশু তখন বলল " বাবু,আমি শুধু চাই আপনি আমাকে এবং আমার মাকে আপনার বাড়িতে ঠাঁই দেন,আমরা যাতে দুবেলা দুমুঠো খেতে পাই।" বিশুর অনুরোধ শুনে জমিদারবাবু খুব খুশি এবং বিশু ও তার মাকে তার বাড়িতে সুখে শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন ।

সমাপ্ত

লেখক - অনুজ পাল। ষষ্ঠ শ্রেণী। হোলি চাইল্ড স্কুল, জলপাইগুড়ি ।

বেদ শ্রুতি পাল

KITTY

****

Once upon a time there lived a farmer in a vilage named 'Barshapur '. He had a white cat. She was very beautiful and her voice was very cute. She made new friends like dogs, horses, cows, birds and even children also. Her name was Kitty called by the neighbours and the farmer. One day, the farmer was going in another village named 'Ramanathapur'. He left Kitty alone. That day two thieves entered into his house to take her and sell in the market. But the market seller knew Kitty. He had an idea, the idea was 'He will took Kitty but won't sell into another market.' When the farmer came the seller told everything to him. And the farmer promised that he will not let Kitty to stay alone in the house and kissed Kitty. Then Kitty and the farmer lived happily ever after.

****Story written by Raka (Bedasruti Paul) ****

বেদ শ্রুতি পাল

অজানা খুশি

****

আজকে হঠাৎ সকাল বেলা
পড়তে যখন বসি
অজ্ঞাত এক কারণে মন
উঠলো হয়ে খুশি

জানি না সেই কারণ কি যে
বুঝতে পারি না তো
অকারনেই বাঁধ ভেঙে যায়
দোলে খুশির সাঁকো

তারপরে যেই আকাশ পানে
তাকাই দুচোখ তুলে
শরৎ কালের পেঁজা তুলো
উড়ছে দুলে দুলে

সুগন্ধ এক মেখে বাতাস
বইছে আশেপাশে
শিউলি ফুলের টাপুর টুপুর
নরম সবুজ ঘাসে

দুর্গা পূজোর গন্ধ তবে
একেই বলে নাকি?
বাঙালির এই নাককে দিতে
পারবে নাকো ফাঁকি।

এসব দেখে খুশির কারণ
বুঝতে পারি আমি
শরতের এই অনুভূতি
হয় যে ভীষণ দামী

মায়ের আসার আগাম বেলায়

ফুটলো মুখে হাসি

এই অনুভব টের পাবে স্রেফ

সত্য বঙ্গ বাসী।

শ্রুতি চক্রবর্তী

শাশ্বতী মজুমদার | পঞ্চম শ্রেণী

Rose knows Love.

****

the silhouette of perfect,

the sun for the petals,

so warm and deep.

the mornings lights

light up your face as well as mine,

why do you look divine?

is it my eyes?

or it's the way you are?

walking down the meadows,

daisies and verdants,

it's all so alluring.

in the midst sways an amber dandelion.

the breeze touches and says,

"it's yours"....

bending down, the aroma hits.

it's yours now. keep it.

care and drizzle love.

wilted? love it more.

dying? don't depart.

dead? doesn't know love, perhaps.

forget it.

can't? let it fade, endure.

the pink rose, out to blossom,

withers, retracts into the bushes.

it's now growing alone, it's wild.

it has thorns, yet now it's majestic.

the silhouette returns.

the scarlet of the pink is unfurling.

it catches the eye.

but it has thorns now.

it's not in open, it's not pink.

amour propre, it's red.

choose the imperial.

gnash the thorns,

bear the pain,

bloom it like sun,

the sun that loves, the sun that cares.

the ruby of blood meets the ruby of rose.

rose knows love. rose lives on.

****by Angana Paul, Second Year, Scottish Church College, Calcutta. ****

সার্থক দাস ।তৃতীয় শ্রেণী।পান্ডাপাড়া সারদা শিশু তীর্থ।

আমাদের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হবে

সরস্বতী পূজোর দিন।

__ধন্যবাদ__